প্রথম আলো

তারিখ ... 8 MAY 2003

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সারা দেশে ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়েছে

এমপিরা প্রভাব খাটিয়ে এমপিও বাতিল করেছেন

আজাদ রহমান, *ঝিনাইদহ*

দেশের প্রায় ৩৫টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়ে বন্ধ হতে চলেছে। বেতনের সরকারী অংশ প্রাপ্তির অনুমোদন বা 'এমপিও'ভুক্ত হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই সরকার অদৃশ্য কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে। পড়ালেখায় ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও এমপিও বাতিল হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের অভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জীবন কাটছে কষ্টে।

এমপিও বাতিল হওয়া একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার দলীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কতিপয় রাজনৈতিক নেতাদের আস্থাভাজন হতে না পারায় কাগজপত্র সঠিক থাকা সত্ত্বেও তাদের এমপিও বাতিল করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিগত সরকারের সময় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা এগুলোকে মেনে নিতে চান না। শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর সঙ্গে এ ব্যাপারে টেলিফোনে আলাপ করলে তিনি জানান, কাগজপত্র ঠিক না থাকার কারণে এদের এমপিও বাতিল করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

৩৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সরকার গত ২০০২ সালের মে মাসে দেশের ৮৭৬টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে। পরবর্তী সময়ে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে একাধিক আদেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজসহ ১৬৭টি প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা-তদবির করায় ১৩০টির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও পুনর্বহাল করা হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিলের আওতায় পড়ে আছে।

সূত্রে আরো জানা যায়, ঝিনাইদহে ৪টি প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, কালীগঞ্জ উপজেলার শহীদ নূর আলী কলেজ, মহেশপুর উপজেলার কাঠগড়া কলেজ, সদর উপজেলার মল্লিক শহীদুল ইসলাম কারিগরি কলেজ এবং হবেদা সরওয়ার টেকনিক্যাল ও কম্পিউটার মহাবিদ্যালয়। এ ছাড়া রাজশাহীর পবা উপজেলার দর্শনপাড়া শহীদ কামরুজ্জামান কলেজ, চারঘাট উপজেলার দারুল খায়ের বিমুখী ফাজিল মাদ্রাসা, নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার পাদকান্দি ডিগ্রি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নাচোল পদুয়া সম্মিলনী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে এ তালিকায়। এ ছাড়া গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঝিনাইদহের মহেশপুরে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব সহিদুল ইসলাম মাস্টার তার একাডেমিক স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেন। ফলে এ কলেজটিও একাডেমিক স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত হতে না পেরে বন্ধ হতে চলেছে।

ঝিনাইদহে এমপিও বাতিল হওয়া শহীদ নূর আলী কলেজের অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার টকু জানান, তাদের কলেজটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ভালো ফলাফল করার কারণে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে কলেজটি উপজেলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার লাভ করেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ এম শহীদুজ্জামান বেল্টুর সুপারিশ নিয়ে তারা ইতিপূর্বে এমপিওর জন্য আবেদন করেন এবং গত ১৯ মে ২০০২ তারিখে তাদের কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। এরপর ১ জুন অপর এক আদেশে তাদের কলেজের এমপিও বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে সকল কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে এমপিওর পূর্বের আদেশ বহাল করা হয়। এরপর কোনো কারণ ছাড়াই আবারও এমপিও আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার টকু আরো জানান, এ ব্যাপারে তারা যেসব দপ্তরে ধরনা দিয়েছেন সেসব দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, স্থানীয় সংসদ সদস্যকে 'ম্যানেজ' না করতে পারলে এ সমস্যা কাটবে না।

ঝিনাইদহ জেলায় প্রতিষ্ঠিত দুটি কারিগরি কলেজেরই এমপিও বাতিল করা হয়েছে। জেলা সদরে অবস্থিত মল্লিক শহীদুল ইসলাম কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান জানান, কেন তাদের এমপিও বাতিল করা হয়েছে তা বলতে পারছেন না। তবে গত সরকারের সময় কলেজটি প্রতিষ্ঠা হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সরকারের লোকজনের সুনজরে নেই। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মল্লিক শহীদুল ইসলাম জানান, স্থানীয় রাজনীতির শিকার হয়ে কলেজটি আজ বন্ধ হতে চলেছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলে তিনি জানান, রাজনৈতিক বিবেচনা নয়, মূলত কাগজপত্র ঠিক না থাকায় এদের এমপিও বাতিল করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যদের চাপের কারণে এমপিও বাতিল করা হয়েছে-এ কথাটি ঠিক নয়। বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো শর্ত পূরণে সক্ষম হলে অবশ্যই এমপিওভুক্ত করা হবে।